প্রথম আলো

তারিখ ... 05 JUL 2005
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ৩

শিক্ষা ভবনে ৫৯ হাজার এমপিও দিতে কোটি কোটি টাকা ঘুষ

বোরহানুল হক সম্রাট

দুই বছর চাকরি করার পরও বেতনের সরকারি অংশ পাচ্ছেন না শিক্ষক রায়হান আলী। শিক্ষা ভবনে এসে জানতে পারলেন এমপিও (মান্থলি পে অর্ডার) দেওয়া আপাতত বন্ধ আছে, শিগগিরই আবার শুরু হবে। তবে এ জন্য তাকে খরচ করতে হবে হাজার বিশেক টাকা। রায়হানের মাথায় হাত। এমপিও করে দেবে– এই চুক্তিতে এর আগেও এলাকার সাংসদের ছোট ভাই তার কাছ থেকে নিয়েছে ৩০ হাজার টাকা।

প্রতিটি এমপিওর জন্য ঘুষ আর তদবিরের পেছনে একেকজন শিক্ষককে খরচ করতে হয় হাজার হাজার টাকা। এমপিওর আবেদনের ওপর মন্ত্রীর সুপারিশ থাকলে কখনো এই টাকা

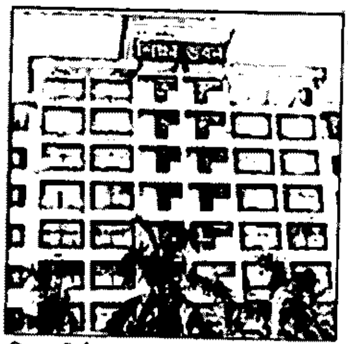

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় এ ভবনে —প্রথম আলো

কমে, কখনো কমে না।

জানা গেছে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সাড়ে ৩ বছরে মোট ৫৯ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও দেওয়া হয়েছে। চূড়ান্ত হয়ে আছে আরো প্রায় ১২ হাজার এমপিও। এ সময়ে প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৯ হাজার ৮৪৮ জন, কলেজে ১৮ হাজার ৪৯৩ জন, মাদ্রাসায় ১৭ হাজার ৮২৩ জন, এসএসসি (কারিগরি) ৮৪৭ জন, এইচএসসি (ব্যবসা ব্যবস্থাপনা) ১ হাজার ৩৪১ জন শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত হয়েছেন। জানা গেছে, ১০ হাজার ৬৬০ জন শিক্ষকের এমপিওভুক্তির আবেদন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ ছাড়া নতুনভাবে জমা আবেদনের পরিমাণও ১০ হাজারের বেশি। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪